

# কথামালা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

Published  
by

[porua.org](http://porua.org)

## সূচী

<u>বাঘ ও বক</u>	<u>১১</u>
<u>দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ</u>	<u>১২</u>
<u>শিকারী কুকুর</u>	<u>১৪</u>
<u>সৰ্প ও কৃষক</u>	<u>১৫</u>
<u>কুকুর ও প্রতিবিম্ব</u>	<u>১৬</u>
<u>ব্যাঘ্র ও মেষশাবক</u>	<u>১৭</u>
<u>মাছি ও মধুর কলসী</u>	<u>১৯</u>
<u>সিংহ ও ইঁদুর</u>	<u>২০</u>
<u>কুকুর, কক্কট ও শূগাল</u>	<u>২১</u>
<u>ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর</u>	<u>২৩</u>
<u>খরগস ও কচ্ছপ</u>	<u>২৫</u>
<u>কচ্ছপ ও ঈগল পক্ষী</u>	<u>২৬</u>
<u>রাখাল ও ব্যাঘ্র</u>	<u>২৮</u>
<u>শূগাল ও কৃষক</u>	<u>২৯</u>
<u>কাক ও জলের কজো</u>	<u>৩০</u>
<u>একচক্ষু হরিণ</u>	<u>৩২</u>
<u>উদর ও অন্য অন্য অবয়ব</u>	<u>৩২</u>
<u>দুই পখিক ও ভালক</u>	<u>৩৪</u>

<u>সিংহ, গর্দভ ও শৃগালের শিকার</u>	<u>৩৫</u>
<u>খরগস ও শিকারী ককর</u>	<u>৩৬</u>
<u>কৃষক ও কৃষকের পুতুগণ</u>	<u>৩৭</u>
<u>নেকড়ে বাঘ ও মেঘের পাল</u>	<u>৩৮</u>
<u>লাঙ্গুলহীন শৃগাল</u>	<u>৩৯</u>
<u>শশকগণ ও ডেকগণ</u>	<u>৪১</u>
<u>কৃষক ও সারস</u>	<u>৪২</u>
<u>গৃহস্থ ও তাহার পুতুগণ</u>	<u>৪৩</u>
<u>অশ্ব ও অশ্বারোহী</u>	<u>৪৪</u>
<u>নেকড়ে বাঘ ও মেঘ</u>	<u>৪৫</u>
<u>সিংহ ও অন্য অন্য জন্তুর শিকার</u>	<u>৪৬</u>
<u>ককর ও অশ্বগণ</u>	<u>৪৭</u>
<u>বৃষ ও মশক</u>	<u>৪৮</u>
<u>মৃন্ময় ও কাংস্যময় পাত্র</u>	<u>৪৮</u>
<u>রোগী ও চিকিৎসক</u>	<u>৪৯</u>
<u>ইদুরের পরামর্শ</u>	<u>৫০</u>
<u>সিংহ ও মহিষ</u>	<u>৫১</u>
<u>চোর ও ককর</u>	<u>৫২</u>
<u>সারসী ও তাহার শিশু সন্তান</u>	<u>৫৩</u>

<u>পথিক ও কঠার</u>	<u>৫৭</u>
<u>ঈগল ও দাঁড়কাক</u>	<u>৫৮</u>
<u>পক্ষী ও শাকুনিক</u>	<u>৬০</u>
<u>সিংহ, শৃগাল ও গর্দভ</u>	<u>৬০</u>
<u>হরিণ ও দ্রাক্ষালতা</u>	<u>৬১</u>
<u>কৃপণ</u>	<u>৬২</u>
<u>সিংহ, ভালক ও শৃগাল</u>	<u>৬৪</u>
<u>পীড়িত সিংহ</u>	<u>৬৪</u>
<u>সিংহ ও তিন বৃষ</u>	<u>৬৭</u>
<u>শৃগাল ও সারস</u>	<u>৬৮</u>
<u>সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দভ</u>	<u>৬৯</u>
<u>টাক ও পরচুলা</u>	<u>৭০</u>
<u>ঘোটকের ছায়া</u>	<u>৭১</u>
<u>অশ্ব ও গর্দভ</u>	<u>৭২</u>
<u>লবণবাহী বলদ</u>	<u>৭৪</u>
<u>হরিণ</u>	<u>৭৬</u>
<u>জ্যোতির্বেতা</u>	<u>৭৭</u>
<u>বালকগণ ও ডেকসমূহ</u>	<u>৭৮</u>
<u>বাঘ ও ছাগল</u>	<u>৭৮</u>
<u>গর্দভ, কক্কট ও সিংহ</u>	<u>৭৯</u>

<u>ସିଂହ ଓ ନେକଡେ ବାଘ</u>	<u>୪୦</u>
<u>ବୁଢ଼ ସିଂହ</u>	<u>୪୧</u>
<u>ମେଷପାଳକ ଓ ନେକଡେ ବାଘ</u>	<u>୪୩</u>
<u>ପିପିଲିକା ଓ ପାରାବତ</u>	<u>୪୭</u>
<u>କାକ ଓ ଶୁଗାଲ</u>	<u>୪୫</u>
<u>ସିଂହ ଓ କୃଷକ</u>	<u>୪୬</u>
<u>ଜଳମଗ୍ନ ବାଳକ</u>	<u>୪୭</u>
<u>ଶିକାରୀ ଓ କାଠୁରିଆ</u>	<u>୪୮</u>
<u>ବାନର ଓ ମଂସ୍ୟଜୀବୀ</u>	<u>୪୯</u>
<u>ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଗର୍ଦ୍ଦଭ</u>	<u>୫୦</u>
<u>ଅସ୍ତ୍ର ଓ ବୁଢ଼ କୃଷକ</u>	<u>୫୧</u>



## বাঘ ও বক

একদা এক বাঘের গলার হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না; যত্নণায় অস্থির হইয়া, চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যে জন্তুকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই কহে, ভাই হে! যদি তুমি, আমার গলা হইতে, হাড় বাহির করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার দি, এবং, চির কালের জন্যে, তোমার কেনা হইয়া থাকি। কোনও জন্তুই সম্মত হইল না।

অবশেষে, এক বক, পুরস্কারের লোভে, সম্মত হইল, এবং বাঘের মুখের ভিতর, আপন লম্বা ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া, অনেক যত্নে ঐ হাড় বাহির করিয়া আনিল। বাঘ সুস্থ হইল। পরে, বক পুরস্কারের কথা উত্থাপন করিবামাত্র, সে দাঁত কড়মড় ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, অরে নির্বোধ! তুই বাঘের মুখে ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলি। তুই যে নির্বিঘ্নে ঠোঁট বাহির করিয়া লইয়াছিস, তাহাই ভাগ্য করিয়া না মানিয়া, আবার পুরস্কার চাহিতেছিস। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, আমার সম্মুখ হইতে যা, নতুবা এখনই তোরা ঘাড় ভাঙ্গিব। বক শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করিল।

অসতের সহিত ব্যবহার করা ভাল নয়।



## দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ

এক স্থানে কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ পড়িয়া ছিল। এক দাঁড়কাক, দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, যদি আমি এই ময়ূরপুচ্ছগুলি আপন পাখায় বসাইয়া দি, তাহা হইলেই আমিও ময়ূরের মত সুশ্রী হইব। এই ভাবিয়া, দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছগুলি আপন পাখায় বসাইয়া দিল, এবং দাঁড়কাকদের নিকটে গিয়া, তোরা অতি নীচ ও অতি বিপ্রী, আর আমি তোদের সঙ্গে থাকিব না, এই বলিয়া, গালাগালি দিয়া, ময়ূরের দলে মিশিতে গেল।

ময়ূরগণ, দেখিবা মাত্র, তাহাকে দাঁড়কাক বলিয়া চিনিতে পারিল, সকলে মিলিয়া, তাহার পাখা হইতে, এক একটি করিয়া, ময়ূরপুচ্ছগুলি তুলিয়া লইল, এবং তাহাকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করিয়া, এত ঠোকরাইতে আরম্ভ করিল যে, দাঁড়কাক, জ্বলায় অস্থির হইয়া, পলায়ন করিল। অনন্তর, সে পুনরায় আপন দলে মিলিতে গেল। তখন, দাঁড়কাকে উপহাস করিয়া কহিল, অরে নিবোঁধ! তুই ময়ূরপুচ্ছ পাইয়া, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, আমাদিগকে ঘৃণা করিয়া ও গালাগালি দিয়া, ময়ূরের দলে মিলিতে গিয়াছিলি; সেখানে অপদস্থ হইয়া, আবার আমাদের দলে মিলিতে আসিয়াছিস। তুই অতি নির্লজ্জ। এই রূপে যথোচিত তিরস্কার করিয়া, তাহারা সেই নিবোঁধ দাঁড়কাককে তাড়াইয়া দিল।

যাহার যে অবস্থা, সে যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে, তাহাকে কাহারও নিকট অপদস্থ ও অবমানিত হইতে হয় না।

---

## শিকারী কুকুর

এক ব্যক্তির একটি অতি উত্তম শিকারী কুকুর ছিল। সে যখন শিকার করিতে যাইত, কুকুরটি সঙ্গে থাকিত। ঐ কুকুরের বিলক্ষণ বল ছিল, শিকারের সময়, কোনও জন্তুকে দেখাইয়া দিলে, সে সেই জন্তুর ঘাড়ে এমন কামড়াইয়া ধরিত যে, উহা আর পলাইতে পারিত না। এই রূপে, যত দিন তাহার শরীরে বল ছিল, আপন প্রভুর যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল।

কালক্রমে, ঐ কুকুর বৃদ্ধ হইয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। এই সময়ে, তাহার প্রভু এক দিন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া, শিকার করিতে গেলেন। এক শূকর তাহার সম্মুখ হইতে দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। শিকারী ব্যক্তি ইঙ্গিত করিবা মাত্র, কুকুর, প্রাণপণে দৌড়িয়া গিয়া, শূকরের ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল, কিন্তু পূর্বের মত বল ছিল না, এজন্য ধরিয়া রাখিতে পারিল না, শূকর অনয়াসে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

শিকারী ব্যক্তি, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, কুকুরকে তিরস্কার ও প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন কুকুর কহিল, মহাশয়! বিনা অপরাধে, আমারে তিরস্কার ও প্রহার করেন কেন। মনে করিয়া দেখুন, যত দিন আমার বল ছিল, প্রাণপণে আপনকার কত উপকার করিয়াছি; এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়া, নিতান্ত দুর্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া, তিরস্কার ও প্রহার করা উচিত নহে।

---



## সৰ্প ও কৃষক

শীতকালে, এক কৃষক, অতি প্রত্যাশে, ক্ষেত্রে কৰ্ম করিতে যাইতেছিল; দেখিতে পাইল, এক সৰ্প, হিমে আচ্ছন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া, পথের ধারে পড়িয়া আছে। দেখিয়া, তাহার অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। তখন সে ঐ সৰ্পকে উঠাইয়া লইল, এবং বাটীতে আনিয়া, আগুনে সেকিয়া, কিছু আহাৰ দিয়া, তাহাকে সজীব করিল। সাপ, এই রূপে সজীব হইয়া উঠিয়া, পুনরায় আপন স্বভাব প্রাপ্ত হইল, এবং কৃষকের শিশু সন্তানকে সম্মুখে পাইয়া, দংশন করিতে উদ্যত হইল।

কৃষক দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, সৰ্পকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অরে ক্রুর! তুই অতি কৃতঘ্ন। তোর প্রাণ নষ্ট হইতেছিল দেখিয়া, দয়া করিয়া, গৃহে আনিয়া, আমি তোরে প্রাণদান দিলাম; তুই, সে সকল ভুলিয়া গিয়া, আমার পুত্রকে দংশন করিতে উদ্যত হইলি। বুঝিলাম, যার যে স্বভাব, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। যাহা হউক, তোর যেমন কৰ্ম, তার উপযুক্ত ফল পা। এই বলিয়া, কুপিত কৃষক, হস্তস্থিত কুঠার দ্বারা, সৰ্পের মস্তকে এমন প্রহার করিল যে, এক আঘাতেই তাহার প্রাণত্যাগ হইল।

---

## কুকুর ও প্রতিবিম্ব

একটা কুকুর, একখণ্ড মাংস মুখে করিয়া, নদী পার হইতেছিল। নদীর নির্মল জলে, তাহার যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, সেই প্রতিবিম্বকে অন্য কুকুর স্থির করিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, এই কুকুরের মুখে যে মাংসখণ্ড আছে কাড়িয়া লই। তাহা হইলে, আমার দুই খণ্ড মাংস হইবেক।

এই রূপ লোভে পড়িয়া, মুখ বিস্তার করিয়া, কুকুর যেমন অলীক মাংসখণ্ড ধরিতে গেল, অমনি উহার মুখস্থিত মাংসখণ্ড, জলে পড়িয়া, শ্রোতে ভাসিয়া গেল। তখন সে, হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অনন্তর, এই ভাবিতে ভাবিতে, নদী পার হইয়া চলিয়া গেল, যাহারা, লোভের বশীভূত হইয়া, কল্পিত লাভের প্রত্যাশায়, ধাবমান হয়, তাহাদের এই দশাই ঘটে।

---